যুগান্তর

তারিখ : 31 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢামেকের সাবেক ভিপি জাভেদ গ্রেফতার

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা মেডিকেল কলেজ বিলুপ্ত সংসদের ভিপি ডা. জাভেদ আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল রমনা থানা পুলিশ জাভেদের ১৩১/২ বংশালের বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান গতকাল সন্ধ্যায় যুগান্তরকে জানান, ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভাংচুর

গ্রেফতার : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ২

গ্রেফতার : ভিপি জাভেদ

(১ম পৃষ্ঠার পর) শিক্ষকদের কক্ষে তালা, হুমকি ও শিক্ষার পরিবেশ নষ্টসহ নানা কারণে থানায় দায়ের করা দুটি মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ডা. জাভেদের গ্রেফতারের সংবাদে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

জানা গেছে, গতকাল বিকাল সাড়ে ৪টায় রমনা থানার এসআই আবদুল লতিফ, মোঃ শরিফ ও শাজাহানের নেতৃত্বে এক দল পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডা. জাভেদের বংশালের বাসায় অভিযান চালায়।

যে কারণে গ্রেফতার : ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ঢামেক এমবিবিএস প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ফরম বিক্রি চলছিল। ভর্তি পরীক্ষার ফরমের মূল্য ছিল ২০ টাকা। কিন্তু জাভেদ তার কর্মী বাহিনী দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক প্রতি ফরমের সঙ্গে ১০০ টাকা করে বেশি আদায় করছিল। অধ্যক্ষ প্রফেসর তোফায়েল আহম্মেদ ফরমের সঙ্গে অতিরিক্ত টাকা আদায়ে বাধা দেন। এ নিয়ে ২১ ডিসেম্বর ঢামেক ক্যাম্পাসে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। জাভেদ দলবল নিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল করে, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহম্মেদের কক্ষে তালা লাগায়, ভাংচুর করে এবং ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক মিজানুর রহমানের কক্ষে ঢুকে গালাগাল করে। বিএমএ নেতা ও ফরেনসিক বিভাগের শিক্ষক মোশতাক রহিম স্বপনকেও খুঁজতে থাকে। ওই ঘটনায় রমনা থানায় ২টি মামলা হয়। এরপর থেকে পুলিশ তাকে খুঁজছিল। মাসাধিককাল আত্মগোপন করে থাকার পর সম্প্রতি জাভেদ হাইকোর্ট থেকে জামিন পায়। জামিন পেয়ে গত ২৬ জানুয়ারি কলেজ ক্যাম্পাসে ফিরে আসে। সেদিন আবার সে দলবল নিয়ে ডা. মিজানুর রহমানের কক্ষে প্রবেশ করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ক্যাম্পাস ছেড়ে যেতে হুমকি দেয়। সাংবাদিকদেরও সে দেখে নেয়ার হুমকি দেয়। ফরেনসিক বিভাগীয় প্রধান নিরাপত্তাহীনতার আশংকায় রমনা থানায় জিডি করেন। গতকাল রমনা থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

কলেজের বর্তমান অবস্থা : ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্রদলের নেতৃত্ব নিয়ে মন্ত্রীপুত্র ও সাবেক কলেজ ছাত্র সংসদ ভিপির গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে। জাভেদ চাইছে তার পছন্দের লোক নয়া নেতৃত্বে আসুক। অন্যদিকে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমানের ছেলে কে-৫৬ ব্যাচের ছাত্র ইয়াসির আরশাদ রাজনের নেতৃত্বে ছাত্রদলের অপর গ্রুপটি নেতৃত্বে আসতে চাইছে। দলীয় শক্তি জাহির করতে দুই গ্রুপই কর্মী বাহিনী নিয়ে কলেজ ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসে মহড়া দিচ্ছে। সাধারণ ছাত্ররা জানিয়েছে, ছাত্রাবাসে বহিরাগতদের আনাগোনা ইদানীং বেড়ে গেছে। এ নিয়ে যে কোন সময় সংঘর্ষের আশংকা করা হচ্ছে।

সোমবার বিকালে কলেজে সাবেক ভিপি জাভেদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে ছাত্রদলের জুনিয়র ও সিনিয়রদের মধ্যে এক বৈঠক হয়। বৈঠকে ছাত্রদলের ডিএমসি শাখা বিলুপ্ত কমিটির নেতারা এবং কে-৫৫, কে-৫৬ ও কে-৫৭ ব্যাচের ছাত্রদল নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ছাত্রদলের বর্তমান কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি গঠনের দাবি তুলে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমানের পুত্র রাজন গ্রুপের ছাত্ররা। কিন্তু এতে বাদ সাধে ডা. জাভেদের সমর্থকরা। তারা জাভেদকে 'বড় ভাই' হিসেবে সব কাজে রাখতে চায়। জাভেদ তার সমর্থকদের মাঝ থেকে নেতা নির্বাচন করতে চায়। কিন্তু মন্ত্রীপুত্রের সমর্থকরা জাভেদকে বিতর্কিত নেতা হিসেবে উল্লেখ করে নতুন নেতৃত্বের দাবি জানায়।